



স্থাপিত : ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

Website : www.jagadbandhualumni.com

সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

পত্রিকা সম্পাদক সুকুমল ঘোষ '৬৯

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 13 • 15 Januray 2018 • Price Rs. 2.00 •

বারুইপুরের পিকনিকে আনন্দের ইতিহাস

২০১৮-র বছর শুরুতে ৭ জানুয়ারি হয়ে গেল জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক। স্থান-বারুইপুরের 'পরিমল কুঞ্জ' বাগানবাড়ি। চাঁদ সদাগরের সপ্তভিঙার মতোই চার চারখানি ব্যানারসজ্জিত বাস সকাল নটায় স্কুল থেকে পিকনিক-যাত্রী-প্রান্তনী ও আয়োজক সমভিব্যবহারে হাজির হল পিকনিকের মহাপ্রাঙ্গণে। খুলে গেল বাগানবাড়ির দৈত্যাকার গেট। ভিতরে সাজানো ফুলের বাগান, প্রাসাদোপম বাড়ি, পুকুর, মাঠ, চাতাল, মাধবীবিতান, গোলঘর — পিকনিকের স্বর্গদুয়ার।

পিকনিকের আগে পিকনিক, পরে পিকনিক

হঠাৎ ক'রে জানুয়ারির ৭ তারিখ একটা পিকনিক হয়ে গেল, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম ছিল না। আবার পিকনিকটা হয়েই সব আনন্দের অবসান — ব্যাপারটা এরকমও নয়। ৭ তারিখ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের একটা পিকনিক হল বটে, কিন্তু তার আগের একমাস ব্যাপী ছিল তার প্রস্তুতির মজা। এই সময়কালে বন্ধুরা পিকনিকের অনেকগুলি পোস্টার তৈরি করেছে। পোস্টারের নান্দনিকতার ওপর পিকনিক কনভেনার শান্তনু বসু তো একসময় পুরস্কার ঘোষণা করেই বসেছিল। কবিতা-ছড়াও বিস্তারিত রচিত হল এই পিকনিককে ঘিরে। আর হোয়াটসঅ্যাপে পিকনিক নিয়ে কথোপকথন, উচ্ছ্বাস আবেগ, স্মৃতিচারণ, বহু পরিকল্পনা রচনা। পিকনিকের পরেও যেন ঘোরলাগা চোখে শুধুই পিকনিক, শুধুই সেদিনের বন্ধু সমাগম, বন্ধু সান্নিধ্যে অবগাহন, সময় অতিবাহন।

আড্ডা, জলসা, শিশুদের খেলা, জন্মদিনের কেক

কোন্ ব্যাচ কত আড্ডা মেরেছে, হতেই পারত এমন একটা প্রতিযোগিতা। ১৯৪৬-এর সমীর বোস থেকে ২০১৬-র সান্নিক সরকাররা। তবে '৮৫-র আড্ডাঘর সকাল থেকে শেষ বিকেল পর্যন্ত ছিল দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত সব থেকে বড়ো।

গানে গল্পে উপহারে আড্ডায় ডিনারে



১১ ফেব্রুয়ারির বিকেল ৩টে থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে।

নাম নথিভুক্ত করুন মাত্র ৪০০/- দিয়ে। ২০১২ ও পরবর্তীদের জন্য মাত্র ২৫০/-।



এই সংখ্যাটি শ্রী দেবদীপ দে ১৯৮৭-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

মহিলারা সেলফি তুলছিলেন ফুলের বাগানে, বোপেঝাড়ে, পুকুরধারে। শিশুরা র্যাকেট হাতে, বল হাতে ক্ষেপে উঠেছিল বাঁধনহারা উল্লাসে। এ যেন সেলফিস জায়েন্ট ভালো মানুষ হয়ে যাবার পর তার সাজানো বাগান। অফুরন্ত চা-কফি আর দেদার পকোড়া আড্ডায় আড্ডায় প্রাণসঞ্চার করে গেল।

এরই মধ্যে মাইক্রোফোন-আড্ডার ডালি নিয়ে হাজির হলেন '৬৭-র দেবপ্রসন্ন সিংহ। অসামান্য কথকতায় পিকনিক জলসা জমিয়ে তুললেন। '৬৪-র রজতশুভ্র সেন 'দে দোল দোল দোল', 'চুরালিয়া'র মতো একদা হিট গানের সুর বাজালেন গিটারে। ওই সালেরই আশিস মুখার্জি দরাজ গলায় কবিতা আবৃত্তি করলেন। মলয় ঘোষ '৬৪ শোনালেন কবিতা, শায়েরি। '৬০-এর ডাঃ পৃথ্বিরাজ সিংহ গাইলেন রবীন্দ্রসংগীত, লঘু সংগীত - ওঁনাকে অন্যভাবে পাওয়া। '৪৯-এর কানাইলাল মুখোপাধ্যায় বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গান ধরলেন। '৫৩-র দিলীপ কুমার সিংহ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে অতুলপ্রসাদী গেয়ে মাতালেন। ২০০৬-এর সোহম ঘোষের গিটারের সংগতে ২০০০-এর কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের গান অন্য হিল্লোল তুলল। হাজির ক্ষুদ্রে শিল্পী '৭৭-এর সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ওজাস্বিতা। হিন্দি গীত - অন্যরকম পরিবেশনা। ওরই মা ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের অতুলপ্রসাদী অন্যতর প্রসাদগুণে মন মাতালো। সর্বশেষে, পিট সিগার, ঘাবড়াবেন না, সিগারের উইস্যাল ওভারকাম পিকনিকের বিজয় ঘোষণা করে আর রি-ইউনিয়নের বার্তা প্রচার করে গাইলেন '৮৫-র সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। সন্দীপের সঙ্গে তালে তালে সবাই গাইলেন, বা তাল দিলেন হাত তুলে মাথার উপরে।

এরপর জন্মদিন পালিত হল ওই দিনের বার্থ ডে বেবি '৮৫-র সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের, হবু বেবি '৮৫-র অনুপ বসু, '৫৩-র দিলীপকুমার সিংহ, '৬৬-র সুধীরঞ্জন সেনগুপ্তের। দিলীপবাবুকে চৈচাতে শোনা গেল- 'আমি ইয়েট টু বি বর্ন, ইয়েট টু বি বর্ন' বলে। টু বি অর নট টু বি — ধরেবেঁধে মনোহরা, লোভনীয় কেক সুদৃশ্য ছুরি দিয়ে জাদু-মোমবাতির তুবড়ি জ্বালিয়ে কাটা হয়ে গেল। মুখে মুখে তখন কেক আর হ্যাপি বার্থ ডে ধ্বনি সুরে বেসুরে।

দু'শো পাতে ভোজবাজি

সকালেই একজন আক্ষেপ করছিলেন, ভাই, কড়াইশুঁটির কচুরি ছ'খানা খেয়ে ফেললাম, ছোট আলুর দম আর জয়নগরের মোয়া সঙ্গে পেয়ে সামলাতে পারলাম না নিজে। শ্রোতা চুপ। তিনি ততোধিক সাঁটিয়েছিলেন কিনা বোঝা গেল না, নিজের হিসেবটা পেশ করতে বেশ সংকোচেই পড়লেন হয়তো তিনিও। এমনই বেহিসাবি ভোজ ছিল সেদিন। পকোড়া যখন এল, লোকে হাত উপুড় করে হামলে পড়েছিলেন 'আর না' 'আর না' বলে। দুপুরের মেনুতে পেট বাদ সাধুক কেউই চাননি।

আর দুপুরের সে খাওয়াদাওয়া ছিল যেন ভীমসেন যোশীর ধ্রুপদ। আলাপ পর্যায়ের পোলাওয়ার সঙ্গে ফুলকপির রোস্ট আর স্যালাড সহযোগে ফিসফিঙ্গার। কাতলার পেঁল্লায় পিস আর ধোঁয়া ওঠা পাঁঠার মাংসে সংগীতের চূড়ান্ত বিস্তার, রাঁধুনির গিটকিরি-তিরবৎ। বুফে পরিবেশনা। কাঁচের প্লেটে গরম মাংস আর পোলাও নিয়ে এসে আবার রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়া। শেষে মিষ্টিমুখ - চাটনি, পাপড়, নলেন গুড়ের রসগোল্লা, আইসক্রিমযোগে। আর সবশেষে বেনারসী পান মশলা। বেনারসে গিয়েছিলেন কনভেনর-সাহেব। স্ত্রীর শাড়ি আনতে ভুললেও পিকনিকের জন্য বেনারসী পানমশলা বানিয়ে আনতে ভোলেননি। তার স্বাদে-সুরভিতে ভোজে পূর্ণতা এল।

পূর্ণতা প্রসঙ্গেই এসে পড়ল রান্নার ঠাকুরের কথা। কৃতিবাসের জন্ম বিতর্কের মতো ঠাকুরের নাম নিয়েও বিতর্ক চলতে পারে — পূর্ণ ঠাকুর না পুণ্য ঠাকুর! যাইহোক পরিপূর্ণ খাইয়ে সে যে অনেক পুণ্য জমিয়েছে ওইদিন, সন্দেহ নেই। ফেরার আগে ফের কফি সেবন। অবশেষে বিদায় পর্ব, অস্তিমলগ্ন, বাসে ওঠার পালা।

পুনশ্চ

বয়স্করা এক নম্বর আর দুই নম্বর বাসে চড়ে পাড়ি দিতেই মাঝবয়সী আর বাচ্চারা শুরু করল শেষ পর্বের আয়োজন। শান্তনু বসুর সেই বেনারসি পানমশলা মুখে না মেলাতেই 'খাইকে পান বানারসওয়ালা' বক্সে। উদ্দাম দেহবিভঙ্গে, তালে-বেতালে কেউ ভাঙড়ায়, কেউ সাক্ষাৎ নটরাজ। অবশ্যই ২০১৬-র বাচ্চারা বেটার পারফরমার। একে একে গান বদলে শেষে লুঙ্গি ডান্স। এক দুই তিন, এক দুই তিন তালে মমতা শঙ্কর ব্যালে ট্রুপও ফেল পড়ত। অবশেষে হাঁপিয়ে-দাঁপিয়ে ক্ষান্ত হয়ে ঘরের ছেলেরা শৌভিক ঘোষ আর রজত ঘোষের তাড়া খেয়ে শেষপর্যন্ত বাসে উঠল ষোলোকলা পূর্ণ করে। শেষ দুটি বাসও ছাড়ল বালিগঞ্জের উদ্দেশে।

- সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়



পিকনিক ঘিরে পড়েছিল নানান পোস্টার



◀ দেবদীপ দে '৮৭



প্রতীপ মুখার্জি '৮৫▶



বালিগঞ্জ জগদীশ ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে
আগামী ৭ই জানুয়ারি ২০১৮
**বারুইপুর
চলো**
জন্মায়ত : স্কুল গেট, সকাল ৮-৩০
তারপর একসঙ্গে পাহাড়ের সকালে মহা-পিকনিক।

◀ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫

পিকনিক পিকনিক
হবে জানি ঠিকঠিক
খাওয়া-দাওয়া জিভে জল
ভেবে মন চঞ্চল।

- পিকনিকের আগাম শুভকামনা
আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক
রীতেন্দ্রনারায়ণ রায়

২০১৮-র পিকনিক :

এক নয়া আমেজ

দিলীপ কুমার সিংহ, ১৯৫৩

এই কয়েক ঘণ্টা আগেই পিক নিক আঙিনা থেকে ফিরলাম। অভিভূত হওয়াটা যে কতখানি ঘরোয়া হয়ে গভীরতায় যেতে পারে, তার মালুম কেমন যেন পূর্বে মেলেনি। খাবারসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে, বিশেষ পরম্পরায় পরিবেশনা প্রশংসাই তো বটেই। বাগানবাড়ির পারিপার্শ্বিকতা ঘিরে মুগ্ধতা আচ্ছন্ন করে ফেলল - তাই অঙ্গন নির্বাচনও প্রশংসায় সমতরঙ্গে এসে গেল। আশ্বাদ-সুখের কোনটি বেছে নেব, বলা ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল। শুধুমাত্র ভোজ সম্মিলন নয়, ছিল আত্মিকতায় ভরপুর। পিকনিক-দ্বার থেকেই মিলে যেতে লাগল রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশনা, সেখানেও অপরিচিতি পাত্তা পেল না। সংগীত, আবৃত্তি, খেলা ইত্যাদি অংশীদারত্ব - প্রাক-ভোজন পর্যায়ের সমাপ্তি। আহ্বারের পরে এল সংগীতানুষ্ঠানের শেষাংশ। পূর্বের কোন পিকনিকে হয়েছে কি না জানা নেই। জন্মদিবস পালিত হল সন্দীপের, এক কেক কাটার মাধ্যমে। লেখকের জন্মদিনের দুদিনের জন্যে আগামবার্তা ও শুভেচ্ছা মিলেও গেল। শুধু এই দুজন নয়, সুধী আর অনুপও আগাম জন্মদিনের জন্য কেক কেটে ফেলল। কফি ও কেক পিস্-এর পর এসে গেল ফেরার পালা। আলাপ আলোচনা, বিশেষ করে, একই বছরের শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমিত থাকলেও বৃহত্তর সামগ্রিকতা কোনোভাবেই ছাড় পেল না। এমন অকুণ্ঠ সক্রিয়তা উদ্যোক্তাদের পক্ষে, আবার কবে মিলবে। সেই আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গী করে ফিরতি পথের বাসে চড়তে হল। স্মৃতি-সুখের রেশ বাসের আবেষ্টনীতেও ঘোরাফেরা করতে লাগল।



পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পিকনিকে এবার তিন ভ্রাতার এক সঙ্গে বাসে যাত্রা - বারুইপুরে। সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়, বৈচিত্র্যও। যদিও এত বছরের মধ্যে অনেক পুরানো পিকনিকের মুহূর্তগুলি মনে পড়ে — সেইজন সেই সময়; তার কিছু অনিবার্যভাবে চলে যায়, যাবেই। এবারের কথা, গান, বাজনা, অন্য বৃত্তের নাচ, খেলা, আর সর্বোপরি, খাওয়া-দাওয়া, হোয়াটসঅ্যাপ-এ তার শত বর্ণনা, ছবি এবং আমাদের সবাইকে নিয়ে ভালোলাগা ছড়িয়ে আছে।

দেবপ্রসন্ন সিংহ, ১৯৬৭

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এনজয় করাটা আয়োজকদের কৃতিত্বেই সম্ভব হল। নস্টালজিয়াতে চলে গেছিলাম।

অনেকদিন পর এরকম একটা দিন উপহার দেওয়ার জন্য জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কতদিন পর যে এরকম প্রাণ খুলে হেসে গল্প করে সারাদিন কাটলাম মনে করতে পারব না। তাও আবার স্কুলের বন্ধুদের সাথে। বছরের শুরুতে এরকম কেটাদিন মানে আমার কাছে সারা বছরের ভাল থাকার রসদ।

সুকান্ত দাস, '৮৫

এ পিকনিক অ্যালমনি আয়োজিত পিকনিকের মধ্যে ঐতিহাসিক নিঃসন্দেহে।

পার্থ রায়, '৮৭

পিকনিকে সন্দীপের গলায় উই শ্যাল ওভারকাম গানটা দারুন লাগছিল। ওই গানের শেষদিকে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে মাইকে ওর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। দারুন দারুন। রিইউনিয়নের অক্সিজেন দিয়ে গেল এই গান।

শান্তনু বসু, '৮৭

শান্তনুদা, এমন আনসারটেন নাম্বার নিয়ে বাজেটের মধ্যে পিননিক করতে কলজের জোর লাগে, করে দেখালে। সাগ্নিক এন্ড টীম, অসাধারণ।

শৌভিক ঘোষ, '৯০

উফফ, ভাবা যায় না, ২৩ বছর পর এরকম একসঙ্গে নাচ।

প্রতীম দে, '৮৭

নাচার কোনো বয়স হয় না। ১৬ থেকে ৮৭ সবাই নাচতে পারে।

৯৮৩০৮৮৪২০৬

Thanks to all who made us happy by their participation in picnic 2018. Next year we expect you all along with more number of friends and relatives.

সুধী রঞ্জন সেনগুপ্ত, '৬৬



facebook

-এ status- দেওয়া বা



twitter- এ টুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন : ৮৯৮১৭৫২১০০

অনলাইন সংযোজন : আরও একটি ছবির পাতা

